সংবাদ

তারিখ ... 10 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষককে ছাত্রলীগ সম্পাদকের লাঞ্ছনা

বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি না রাখায় উপাচার্যের নিন্দা জ্ঞাপন শিক্ষক সমিতির

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক এক শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি বলে তীব্র নিন্দার সঙ্গে সাধারণ সভা আহ্বান করেছে শিক্ষক সমিতি। তবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদকের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে ছাত্রলীগ। জানা যায়, ৬ মার্চ হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা মহাসমাবেশ শেষে ফেরার পথে রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক গেটে জুনান জ্বিনা আহমেদ তুণার নেতৃত্বে কিছু উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থী জড়ো হয় এবং বিভিন্ন বাসে তল্লাশি চালিয়ে হেফাজতের কর্মী সন্দেহে বেশকিছু যাত্রীকে মারধর করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ও সিন্ডিকেট সদস্য নূরুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কয়েকজন শিক্ষার্থীসহ শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে যায়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেল তার শার্টের কলার ধরে তাকে লাঞ্ছনা করে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের দ্বারস্থ হলে তিনি রাসেলকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেন এবং ৪ এপ্রিল সকাল ১০টার মধ্যে অফিস আদেশ প্রকাশ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তবে দুদিন অতিবাহিত হলেও এ ব্যাপারে উপাচার্যের পক্ষ থেকে লিখিত কোন প্রজ্ঞাপন আসেনি বলে, শিক্ষক সমিতি উপাচার্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন বলে মন্তব্য করে তার প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানান। এদিকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আগামী ১৩ এপ্রিল সকাল ১০টায় সাধারণ সভার আহ্বান করেছে শিক্ষক সমিতি। এদিকে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এর সঙ্গে জড়িত নয় বলে দাবি করেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে রাজিব আহমেদ রাসেল দাবি করেন, তিনি শিক্ষকের সম্মানহানি হবে এমন আশঙ্কায় তাকে সেখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করেছেন মাত্র। এছাড়াও তারা হেফাজতের কর্মীদের হামলা শুরু হওয়ার ঘটনার প্রায় ২০ মিনিট পরে সেখানে পরিস্থিতি শান্ত করতে যান বলে দাবি করেন। অন্যদিকে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ

সম্পাদক ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী কেএম রেজাউল করীম রাজু ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত হন। গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ছাত্রদল দাবি করে এ হামলায় প্রত্যক্ষভাবে সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিববুল্লাহ, সহ-সভাপতি জুনায়েদ পারভেজ ও সিরাজুল ইসলাম সুমনসহ ১০-১২ ছাত্রলীগ কর্মী অংশ নেয় এবং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে উপর্যুপরি কোপায়। তবে ছাত্রলীগ দাবি করে সে নাশকতা করার চেষ্টা করলে তাকে উপস্থিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করে। বর্তমানে তিনি সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক সেলিমসহ অন্য শিক্ষকরা নিন্দাজ্ঞাপন করেন।